# ব্রি ধান৯৩

## সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

### জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৩ রোপা আমন মৌসুমের জাত। এর কৌলিক সারি BR-SF(Rang)-PL1-B। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্বর্ণা-৫ এর বিশুদ্ধ কৌলক সারি সিলেকশন (Pure-line Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৫ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয়। কৌলিক সারিটি ২০১৫ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের মাঠে ও ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা করা হয়। প্রস্তাবিত জাত হিসাবে ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় রোপা আমন মৌসুমের জন্য জাতটি ২০১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ করা হয়।

### জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রি ধান৪৯ জাতের মত।
- ডিগপাতা খাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৬.১% এবং প্রোটিন ৭.৫%।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৮.৯৫ গ্রাম।
- ধানের দানার রং লালচে।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

ব্রি ধান৯৩

### এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৩ এর জীবনকাল ১৩৪ দিন যা ব্রি ধান ৪৯-এর সমসাময়িক। এ গাছের কান্ড শক্ত ও ডিগ পাতা খাড়া। ধানের দানার রং লালচে ও উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় এ ধান ভারতীয় স্বর্ণা ধানের পরিবর্তে চাষাবাদযোগ্য।

**জীবনকালঃ** ১৩৪ দিন।

**ফলন ঃ** গড় ফলন ৫.৮ টন/হেক্টর। অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিচর্যায় ৭.২৫ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

### চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৯৩ রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ০১ আষাঢ় - ৩১ আষাঢ় (১৫ জুন- ১৫ জুলাই)
২. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন
৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি
৪. **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২-৩টি
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

| ৫.১ ইউরিয়া | ডিএপি | এমওপি | জিপসাম |
|---|---|---|---|
| ২৪ | ৮ | ১৪ | ৯ |

৫.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

**৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৩ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

**৭. আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

**৮. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** রোপনের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

**৯. ফসল কাটা ঃ** ১৫ কার্তিক - ১৫ অগ্রহায়ণ (০১ নভেম্বর - ০১ ডিসেম্বর)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

**আরো তথ্যের জন্য ঃ**
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd